

সঙ্গী

চণ্ডীচরণ ব্যানার্জি

কলেজ স্ট্রিট যেতে হবে সকাল সকাল। খুবই দরকারি কিছু কাজ আছে। কিন্তু দীর্ঘ বছর ধরে মেসজীবন কাটাবার পর সকালের সূর্য দেখার তীব্র ইচ্ছে জন্মালেও খুব একটা হয় না বললেই চলে। দীর্ঘ রাত জাগরণের পর চোখগুলো আর চট করে খুলতে চায় না। তাই মাঝেমধ্যেই যখন সকালের রূপ দেখি, খুব দুচোখ ভরে দেখে নিই। কিছুটা ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের আঁটিসহ আম খাওয়ার মতোই আরকি! যাইহোক তাই দরকারি কাজে যখন মহানগরীর মাটিতে পা রাখতেই হবে, তখন একদিকে কাজের উদ্দেশ্য যেমন পূর্ণ হবে, তেমনি আবার অনেকদিন পর আবার দুচোখ ভরে সুন্দরী সকালের রূপটুকো এক নির্যাসে দেখে নেব। সেই দুই লোভেই আগের রাত্রে তাড়াতাড়ি চোখদুটিকে বন্ধ করে দিলাম। তবে ওই যে, দীর্ঘদিনের অভ্যাস! নিদ্রাদেবী কী আর সহজে প্রসন্ন হন! কাজেই সেই চোখ খুলতে দেরি হল। বিছানা থেকে উঠেই দেখি ও বাবা! সকালের রূপ তো দূরের কথা, প্রভাকর তাঁর প্রায় সর্বোচ্চ প্রভা নিয়ে আকাশে উদিত হয়েছেন। তাই মনটা তো উঠেই খারাপ হয়ে গেল। একটা উদ্দেশ্য তো গেল। কিন্তু যখন পরের উদ্দেশ্যটি ভাবতে যাব, দেখি হাতে আর সাড়ে আট মিনিটের মতো সময় বেঁচে আছে। ট্রেনের সময় ১১ : ০৫। ঠিক সময়ে পৌঁছাতে হবে। কথার খেলাপ করব না। মনের মধ্যে বিরাট জেদ নিয়ে বসে আছি। তাই মুখে হাতে জল নিয়েই সাইকেলটিকে সঙ্গে করে রওনা দিলাম ট্রেনের উদ্দেশ্যে। দূরন্ত গতিতে সাইকেলকে উড়িয়ে নিয়ে ছুটলাম। কিছুটা ঠান্ডার কালেও ভিজে যাওয়া শার্টটা দেখেই বুঝতে পারলাম কতটা জোরের মধ্যে ছুটে এসেছি স্টেশনের লক্ষ্যে। কিন্তু স্টেশন চত্তরে পৌঁছেই বুঝতে পারলাম হাতে আর দেড় মিনিট। এদিকে পাশের সাইকেল স্ট্যান্ডটির ভগ্নদশাই পড়ে আছে। সাইকেল রাখতে গেল আবার ব্রিজের দিকে ছুটতে হবে। কী করি আর কী করতে হবে—শেষমেষ আর না ভেবে, ভগ্নহৃদয় স্ট্যান্ডের সামনেই চাবি মেরে ছুটলাম ট্রেনের উদ্দেশ্যে। শেষপর্যন্ত ট্রেন ধরলাম। দেখলাম জামাটা আরও ভিজেছে। জোরে নিশ্বাস পড়ছে। তবু একটু শান্তি—সময়ের ট্রেনটা তো ধরলাম। অথচ সারাক্ষণ কাজের মধ্যেও বারবার মনে পড়ল সাইকেলটির কথা। অনেকটা অবহেলায় যাকে প্রায় ছেড়ে চলে এসেছিলাম নিতান্ত নিঃসঙ্গ করে। এখন বেশ কষ্ট হল প্রিয় সাইকেলের জন্য। যাইহোক কত কত স্মৃতির সঙ্গী সে। আজ এইভাবে তাকে অবহেলায় ফেলে আসা হয়ত ঠিক হয়নি। যদি চুরি হয়! যদি কেউ লাওয়ারিশ ভেবে নিয়ে যায়! যদি কেউ অন্যভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করে! আরও কত কত ভাবনা মাথার মধ্যে ঘুরছে। সূর্যসেন স্ট্রিটে বইদোকানির চিৎকার থেকে কফিহাউসে গরম কফির চুমুকেও অনুভব করতে পারছি সেই ছটফটানিকে। অনেকটা চিন্তা নিয়েই হেঁটে ফিরেছি প্রেসির চত্তর থেকে দে'জ এর কাউন্টারে। যদি না আর পাই সাইকেলটিকে! যদি কেউ নিয়ে যায়। না, পোস্টমাস্টারের মতো মনের মধ্যে কোনো তত্ত্বের আবির্ভাব হয়নি। বরং আমি ভীষণভাবে ফিরে যেতে চাই প্রিয়

সাইকেলের কাছে— খুব করে আবারও বসতে চাই কালো রঙের সিটটিতে। সেই সুতীর ইচ্ছেতেই অনেক তড়িঘড়ি করে কাজ সেরে শেষমেশ সন্ধ্যানাগাদ হাওড়া স্টেশনের দিকে রওনা দিই। এক্সপ্রেস ধরব করেও সেই লোকালের চাকার উপরেই বসতে হল। অন্যদিন হলে ব্যাগের ভিতরে রাখা একটা বই নিয়ে কিংবা মোবাইলের স্ক্রিনে চোখ রাখতেই সময় ফুরিয়ে যেত। কিংবা একটু ঝাপসা ঘুমে—একটু পাপড়ের কড়মড় শব্দে কিংবা একটু চায়ের কাপে—ভিড় থেকে উঠে আসা শান্ত চোখগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে কত কত ট্রেন পার করে এসেছি। অথচ আজ এই বিষণ্ণ ক্লান্ত শরীর জুড়েও ঘুমের দেখা নেই। এতক্ষণের ক্ষুধার্ত মুখও নিশুপ। ব্যাগের ভিতরের বই, পকেটে রাখা মোবাইল—আজ যেন সবাই ব্রাত্য। সেখানে বড়ো জায়গা করে আছে একরাশ দুঃশ্চিন্তা। কখন আবার যাব সেই জায়গাটিতে, নিতান্ত স্বার্থপরের মতো যেখানে ফেলে রেখে চলে এসেছিলাম একান্ত আপনার সঙ্গীটিকে। সেই অস্থির মনের আড়াই ঘন্টা হয়ত জীবনের সবচেয়ে বড়ো অপেক্ষা; অপেক্ষা প্রিয় সাইকেলটির জন্য। কিছুটা ক্ষিদে, কিছুটা ক্লান্তি, আর অনেকখানি চিন্তা—অনেকটা ভালোবাসা নিয়ে অবশেষে নামলাম বর্ধমান জংশনের চেনা ভিড়ের মাঝে। প্রায় এক মিনিটের ব্যবধানে বাইরে বেরিয়ে এলাম প্রিয় সঙ্গীকে দেখার লোভে। সারা দিনের সমস্ত ক্লান্তিকে, এতক্ষণের সমস্ত ক্ষিদেকে উপেক্ষা করেই হাজির হলাম সাইকেল স্ট্যান্ডের সামনে। গিয়েই দেখি কালো রঙের সিটটিকে মাথায় করে একাকী দাঁড়িয়ে আছে সে। বাকি যে কয়েকটি সঙ্গী ছিল তারাও উধাও। হয়ত তারা চলে গেছে নিজ নিজ সঙ্গীর হাত ধরে। নিতান্ত একা-নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে সে। উপরের সাদা আলোর মিশেলে ধূসর রঙ ধরেছে তার গা জুড়ে। যেন মনে হল সেও অনেক অভিমান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার জন্য—আমার অপেক্ষায়। প্রেমিকা যেমন অভিমান ভরে দাঁড়িয়ে থাকে প্রেমিকের অপেক্ষায়। শেষমেশ দেখা হলে যেমন মান-অভিমানের পালা চলে। সেদিনের সন্ধ্যার দৃশ্য যেন অনেকটাই সেইরকম। অথচ শব্দ নাই, বাক্য নাই। তবুও কেমন যেন নীরবেই অনেক সংলাপ রচিত হয়ে গেল চারিদিকের চঞ্চল কোলাহলের মাঝেও। প্রেমিক যেমন শেষমেশ দুহাত ভরে জড়িয়ে ধরে প্রেমিকার মান ভাঙায়। ঠিক তেমনিভাবেই যেন পিছনে ব্যাগটি নিয়ে সাইকেলটিকে ভালোবাসার আলিঙ্গনে মেসের দিকে রওনা দিলাম।

সে কী আনন্দ! এই যান্ত্রিক যুগেও যন্ত্রের জন্য এরম ভালোবাসার অনুভব হয়ত আর কোনোকালেও পাব না। যদি সেই দুপুরে ভেজা শরীর নিয়ে এই ঝঙ্কিখানি না নিতাম, তবে হয়ত এই অনুভব চিরকাল ছাইচাপাই পড়ে থাকত। মনে হল এই অনুভবই হয়ত সব। এত কিছু চাওয়ার-পাওয়ার জীবনে এইটুকু ভালোবাসার আশ্বাদও যে অনেক—অনেকখানি। কতজনই বা পায়—কতজনেরই বা হৃদয় আছে সেই ভালোবাসাকে অনুভব করার!